ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০৬/০৪/২০১৮ ।।

জনতার দরবার অনুষ্ঠিত

আগরতলা,০৬ এপ্রিল।। আজ মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জনতার দরবার কর্মসূচীতে জনতার বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেন। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর অভিনব কর্মসূচী জনতার দরবার-এ তাঁদের নানা সমস্যার সমাধান পেতে ছুটে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী জনতার নানা সমস্যার কথা শুনে তাদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কর্মসূচীতে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবদের নির্দেশ দেন এবং জনতাকে আশ্বস্ত করেন। কর্মসূচীতে মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জনও উপস্থিত ছিলেন।

৯ এপ্রিল আমবাসায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের প্রচারাভিযানের সূচনা

আমবাসা,০৬ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আগামী ৯ এপ্রিল আমবাসা টাউন হলে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রকল্পকে জনপ্রিয় করতে প্রচারাভিযানের সূচনা করবেন। ঐ দিন মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনার প্রচারাভিযানের সূচনা করবেন। বিকাল ৩টায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন খাদ্য-জনসংভরণ এবং ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, প্রধান সচিব এম নাগারাজু, ইউ বি আই এর এস এল বি সি-র আহ্বায়ক এম.দোহোরে, এস.বি.আই-র রিজিওন্যাল ম্যানেজার দীপক চৌধুরী, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এস.এম.গোস্বামী এবং ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের এম ডি স্বপন কুমার সাহা। অনুষ্ঠানে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা সভাপতিত্ব করবেন।

দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা

বিলোনীয়া,০৬ এপ্রিল।। গতকাল বিলোনীয়া সার্কিট হাউসের মিলনায়তনে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক উন্নয়ন কাজের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক, বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি নরেশ পাটারী, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুভ্রা মিত্র, সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মনিকা দাস, ঋষ্যমুখ বি.এ.সি-র চেয়ারম্যান মলেন্দ্র ত্রিপুরা, জেলার জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক , বিভিন্ন ব্লকের বি.ডি.ও এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। এ দিনের সভায় এম.জি.এন রেগা, গ্রামীণ ও নগর আবাসন, সেনিটেশন, সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন, সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল এবং ভিশন ডকুমেন্ট ২০২২ ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। সভার শুরুতে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক ও সমাহর্তা সি.কে.জমাতিয়া ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য গৃহীত নানা পরিকল্পনা সবার সামনে তুলে ধরেন।

শ্রী জমাতিয়া জানান, গত অর্থ বছরে রেগায় সব মিলিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় মোট ৮৩৫৩.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ত্রিশ লক্ষ নয় হাজার পাঁচশ দুইটি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৩৩২২টি পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেয়ার কাজ শুরু হয়। এর মধ্যে এই পর্যন্ত ৫৭৬টি গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১২২১টি ঘর তৈরী করার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ১০৬১টি গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ২০১৭ সালের করা এক সমীক্ষা অনুযায়ী জেলার শহর অঞ্চলে গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ছিল ৬০৩৩টি, এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩৬৭১ পরিবারকে ঘর তৈরী করে দেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত জেলার ১৬৯৭৩ পরিবারে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩৩৪২৯ পরিবারে শৌচালয় নির্মাণ করে দেবার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। জেলা শাসক জানান, শহর অঞ্চলে ৩৫২২টি শৌচালয় তৈরীর প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে। সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় মোট ২৬৮ টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১১০টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৯৪টি কাজ রূপায়ণের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করে ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান। গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কাজগুলি সময় মতো সম্পন্ন করতে উপস্থিত সকলের প্রতি আবেদন জানান জিলা সভাধিপতি হিমাংশু রায়।

সাতচাঁদ ব্লক এলাকায় পানীয় জলের উৎস সৃষ্টি

সাব্রুম,০৬ এপ্রিল।। সাতচাঁদ ব্লকের উদ্যোগে ব্লক এলাকার ৩টি এ ডি সি ভিলেজে ৫টি সাবমার্সিবল টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। গগণচন্দ্র পাড়া এ ডি সি ভিলেজের পোয়াংবাড়ি এবং আদিবাসী কলোণীতে, উত্তর তৈছামা এ ডি সি ভিলেজের জীবন পাড়া এবং চন্দ্র মাধব পাড়ায়, হার্বাতলি এ ডি সি ভিলেজের চিতাবাড়িতে এই সাবমার্সিবল টিউবওয়েলগুলি বসানো হয়েছে। সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে প্রত্যেকটি সাবমার্সিবল টিউবওয়েল বসাতে ব্যয় হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। সাতচাঁদ ব্লকের বি ডি ও মানিক চক্রবর্তী এই তথ্য জানান।

ওয়ানগলা উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক কর্মশালা

উদয়পুর,০৬ এপ্রিল।। রাজ্যভিত্তিক ওয়ানগলা উৎসবকে কেন্দ্র করে গত ৪ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ছয় দিনব্যাপী এক সাংস্কৃতিক কর্মশালা। মাতাবাড়ী ব্লকের নাতিনটিলা কমিউনিটি হলে আয়োজিত হয়েছে এই কর্মশালা। কর্মশালায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। আগামী ৯ এপ্রিল ওয়ানগলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্মশালায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন। কর্মশালায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছে।

বইমেলার চতুর্থ দিনে স্বদেশ আমার শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আগরতলা,০৬ এপ্রিল।। ৩৬তম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষ্যে গতকাল বইমেলার চতুর্থ দিনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। চতুর্থ দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল স্বদেশ আমার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কমলপুর এবং সোনামুড়া মহকুমার শিল্পীরা ছাড়াও আগরতলার শিল্পীদের মধ্যে ত্রিপুরা উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ববীণা, সুরঝর্ণনার শিল্পীরা সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন। সমবেত আবৃত্তি পরিবেশন করেন দক্ষিণী এবং সবুজ কলির শিল্পীরা। একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী ববিতা দেবনাথ, সুজাতা সোম, শিলা দাশগুপ্ত, সায়নি মিশ্র, মিতালি কর, সুবিমান দত্ত, সমবেত উপজাতি লোকনৃত্য পরিবেশন করেন গন্ডাছড়ার পায়েল ডান্স একাডেমীর শিল্পীরা।

যুবরাজ নগরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় মহড়া অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর,০৬ এপ্রিল।। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ ও সচেতনতার লক্ষ্যে সম্প্রতি যুবরাজ নগর ব্লকের টংগিবাড়ী এস বি স্কুলে এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মহড়ায় বিদ্যালয়ের ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে আগাম সচেতন করে তুলতে রিসোর্সপার্সন অসীম ভট্টাচার্য্য, গৌতম শুক্লবৈদ্য এবং সঞ্জীব দাস আলোচনা করেন।

এছাড়াও যুবরাজ নগর ব্লকের জৈথাং এস বি স্কুল এবং রঙ্গমোহিনি এস বি স্কুলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহড়াগুলিতে রিসোর্সপার্সনগণ বিপর্যয় মোকাবিলায় ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার লক্ষ্যে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

ধলাই জেলায় পানীয় জলের উৎস সৃষ্টি

আমবাসা,০৬ এপ্রিল।। পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর থেকে নীতি আয়োগের বরাদ্দ অর্থে ধলাই জেলার আমবাসা ব্লকের শ্রীরতন পাড়ায় এবং ডম্বুরনগর ব্লকের অশ্বিনী রোয়াজা পাড়ায় ২টি গভীর নলকূপ বসানোর কাজ চলছে। প্রতিটি গভীর নলকূপ বসাতে ৭০ লক্ষ টাকা করে ব্যয় হবে। এছাড়াও গঙ্গানগর ব্লক এলাকার ভুবন্দা পাড়ায় সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে আরো ১টি গভীর নলকূপ বসানোর কাজ চলছে। এতে মোট ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ধলাই জেলা পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান কার্যালয়ের আধিকারিক এই সংবাদ জানিয়েছেন।

জম্পুইহিল ব্লকে মৎস্য চাষে প্রশিক্ষণ

কাঞ্চনপুর,০৬ এপ্রিল।। কাঞ্চনপুর মৎস্য তত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে জম্পুইহিল ব্লকে গতকাল থেকে তিন দিনব্যাপী এক মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণ শিবিরে ব্লক এলাকার ৫০ জন মৎস্য চাষী অংশ নিয়েছেন। শিবিরে মৎস্য চাষীদের উন্নত প্রথায় মাছ চাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ দেন মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক যমুনা দেববর্মা, বিকাশ দেববর্মা ও নিশিকান্ত দাশ। উল্লেখ্য, গত ২ এপ্রিল থেকে ৪ এপ্রিল মহকুমা মৎস্য তত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে দামছড়া ব্লক ভিত্তিক অনুরূপ মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরেও ব্লক এলাকার ৫০ জন মৎস্য চাষী অংশ নেন।

বইমেলা : ত্রিপুরা সংবাদ মাধ্যমের সেকাল ও একাল শীর্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

আগরতলা,০৫ এপ্রিল।। ৩৬তম আগরতলা বইমেলা ২০১৮-এর চতুর্থ দিনে আজ শিশু উদ্যানের মুক্ত মঞ্চে ও রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে আলোচনাচক্র ও বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শিশু উদ্যানের মুক্তমঞ্চে আয়োজিত হয় ত্রিপুরা সংবাদ মাধ্যমের সেকাল ও একাল শীর্ষক আলোচনাচক্র। আলোচনায় অংশ নেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুবল কুমার দে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শাণিত দেবরায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সরকার এবং বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য। সেবক ভট্টাচার্যের পরিচালনায় আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে সংবাদপত্রের বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়। স্বাধীনতার সময় থেকে এখন পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে সংবাদপত্র যে ভূমিকা নিয়ে আসছে বক্তাদের আলোচনায় তা উঠে এসেছে। বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুবল কুমার দে তাঁর আলোচনায় সংবাদপত্রের সূচনালগ্নের ইতিহাস তুলে ধরেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সরকার জনজাতি অংশের মধ্য থেকে যাতে বেশি করে সাংবাদিক বেরিয়ে আসেন তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, সংবাদপত্র হচ্ছে সভ্যতার দলিল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শাণিত দেবরায় তাঁর আলোচনায় দেশ তথা রাজ্যের সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তান্ত তুলে ধরেন। আলোচনাচক্রে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইনফোসিস-এর ভাইস চেয়ারম্যান দেশপান্ডে।

বিপর্যয় মোকাবিলা : ধর্মনগরে সভা অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর,০৫ এপ্রিল।। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ জিলা শাসক ও সমাহর্তার সভা কক্ষে জেলা ভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক ও সমাহর্তা শরদিন্দু চৌধুরী প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ যে কোন বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রতিটি দপ্তরকে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশা পাশি প্রতিটি দপ্তরকে এগিয়ে এসে যোগ্য ভূমিকা নেবার আহ্বান জানান। এদিনের সভায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার যে সমস্ত এলাকা বন্যার সময় জল প্লাবিত হয় সেসব এলাকা চিহ্নিত করে কোন কোন স্থানে ত্রাণ শিবির খোলার প্রয়োজন হবে তার আগাম প্রস্তুতি নেয়ার উপর জোর দেয়া হয়। সভায় জেলা পুলিশ সুপার, ধর্মনগর মহকুমা শাসক, টি এস আরের আধিকারিক, পূর্ত, জল সম্পদ, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ইত্যাদি দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে এস পি আই ও নিযুক্ত

আগরতলা,০৫ এপ্রিল।। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার অফিসের এপিলেট অথরিটি (এন), ষ্টেট পাব্লিক ইনফরমেশন অফিসার (এস পি আই ও) এবং এসিষ্টেন্ট ষ্টেট পাব্লিক ইনফরমেশন অফিসার (এ এস পি আই ও) হিসাবে নিম্নলিখিত আধিকারিকদের মনোনীত করা হয়েছে। এপিলেট অথরিটি হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে মুখ্য বাস্তুকার স্বপন কুমার দাসকে। ফোন নং- (০৩৮১) ২৩২-৯৩৫৮। ষ্টেট পাব্লিক ইনফরমেশন অফিসার হিসাবে মনোনীত হয়েছেন কার্যনির্বাহী বাস্তুকার উত্তম পাল। ফোন নং- ০৩৮১-২৩২-৯৩৫৮। এসিষ্টেন্ট ষ্টেট পাব্লিক ইনফরমেশন অফিসার হিসাবে মনোনীত হয়েছেন সহকারী বাস্তুকার ইন্দ্রজিৎ ভৌমিক। ফোন নং- ০৩৮১-২৩২-৯৩৫৮। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।